Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

মানুষ

অনেক আগে মানুষ মসজিদে পরিবারের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে বা রোগ মুক্তির উপায় হিসেবে শিরনি বা মানত্ করত। মানত করা জিনিস যা বেঁচে যেত তা মোল্লা সাহেব বাড়িতে নিয়ে যেত। এমনিভাবে ভুখারী আসার আগের দিন ধন্যাঢ্য কেউ একজন মসজিদে মানত করে। মানত্ করা অনেক গোস্ত-রুটি বেঁচে যায়। এত মোল্লা সাহেব খুব খুশি হয়। তাই মোল্লা সাহেব হেসে কুটি কুটি হয়।

মানবতাবোধ কোন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র মানে না। সবার উর্ধ্বে তারা মানুষকে প্রধান্য দেয়। কেননা কোনো মানুষের গায়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কথা লেখা থাকে না। সকল মানুষের আসল পরিচয় হলো সে একজন মানুষ। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা সব সময় নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এরা সব সময় মানুষদের শোষণ করে থাকে। আরেক ধরণের মানুষ আছে যারা সব সময় অন্যের উপকারে ব্যস্ত থাকে। তারা নিজের চেয়ে সমাজের কথা বেশি ভাবে।

কবি ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন কারণ মোল্লা-পুরুতের মতো ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীরা সেগুলো দখল করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। কাজী নজরুল ইসলাম 'মানুষ' কবিতায় দেখিয়েছেন- জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষুধার্ত এক পথিক মন্দিরে পূজারির কাছে খাবার চাইলে সে পূজারি সহসা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে সাতদিন ধরে অভুক্ত এক মুসাফির মসজিদের মোল্লার কাছে খাবার চাইলে নামাজ না পড়ার অযুহাতে মোল্লা তাকে মসজিদ থেকে বিতাড়িত করে। ধর্মের রক্ষক হয়েও ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে তারা উভয়েই অসহায় নিরন্ন মানুষকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ধর্মশালাগুলোতে এ ধরণের অধার্মিক কর্মকাণ্ডের জন্য কবি ভজনালয়ের সব তালা দেওয়া দ্বার ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন। অর্থাৎ ধর্ম ব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটন করতে বলেছেন।

প্রশ্ন: মানুষের চেয়ে বড় ও মহীয়ান কিছু নেই কেন?

সকল প্রজাতির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠতম প্রজাতি হলেও কিছু মানুষ আছেন যারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মের নামে অর্ধম করতেও দ্বিধা করেন না। এরকমই দুটো অধর্মের কাহিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য 'মানুষ' কবিতায়। জীর্ণ-শীর্ণ পথিক খাবার না পেয়ে পুজারীর দ্বারা মন্দির থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভয়ঙ্কর ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে সৃষ্টিকর্তার কাছে সে নালিশ জানায়, "ঐ মন্দির পুজারীর হায়, দেবতা তোমার নয়।" একই ভাবে, অঢেল গোস্তরুটি মসজিদে থাকা সত্ত্বেও মোল্লা সাহেব সাত দিন ধরে অভুক্ত থাকা মুসাফিরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দেয়। সেই মুসাফির রাস্তায় চলতে চলতে স্রষ্টার নিকট তার ফরিয়াদ জানায়। এখানে মোল্লা-পুরুতের আদর্শ হলো স্বার্থপরতা, অমানবিকতা। ধর্মের রক্ষক হয়েও তারা ব্যক্তিস্বার্থে অমানবিক কাজ করেছে, মানুষে মানুষে বৈষম্য ভেদাভেদ করেছে।

সৃষ্টিজগতের সকল প্রজাতির মধ্যে মানুষই যে শ্রেষ্ঠ কবি নির্দ্বিধায় সেই সত্য তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি মানুষের সম অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। কবি দেখিয়েছেন যে, জগৎ জুড়ে এক জাতি আছে সেই জাতির নাম মানুষ জাতি। অর্থাৎ দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির সকল কিছুর উর্ধ্বে মানুষ। গোটা বিশ্বের সকল মানুষ এক মন্ত্রে উজ্জীবিত, আর তা হলো সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এ সত্য প্রমাণের জন্য কবি দুটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। প্রথম ঘটনায় সাত দিনের অভুক্ত ভুখারীকে খাবার না দিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয় পুরোহিত এবং দ্বিতীয় ঘটনায়ও সাত দিনের অভুক্ত মুসাফিরকে গোস্ত–রুটি না দিয়ে বরং গালিগালাজ করে মসজিদ থেকে বের করে দেয় মোল্লা সাহেব। ধর্মের নামে এধরনের অধর্ম এবং মানুষে মানুষে ভেদ– বৈষম্য দূর করার জন্য কবি কালাপাহাড়, চেঙ্গিস খান এবং গজনী মামুদের মতো ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান জানিয়েছেন। ধর্মব্যবসায়ীদের মূলোৎপাটন করতে ভণ্ডদের সব ভজনালয় ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে বলেছেন। এমনিভাবে কবি 'মানুষ' কবিতায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন: মোল্লাসাহেব হেসে কুটি কুটি হয় কেন?